ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 035 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৫ ● কলকাতা ● ২৩ মাঘ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হাইকোর্টের নির্দেশ, তবু নিরাপত্তাহীন সাংবাদিক

নীরব পুলিশ, সক্রিয় ষড়যন্ত্র?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা | বিশেষ প্রতিবেদন

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসে, ততই আতঙ্ক বাড়ে। কিন্তু আতঙ্কটা শুধু ভোটের বাক্স ঘিরে নয়—ভোট গণনার পর কী হবে, সেই অজানা ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশি ভয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া গ্রামের সাংবাদিক ও রোজদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার এমনই এক আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অভিযোগ, সম্ভাব্য ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসার প্রেক্ষাপটে তাঁকেই 'টার্গেট' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

পরিবারের দাবি, যদি হিংসার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে সেই পরিস্থিতিকে "যুক্তিসঙ্গত" দেখানোর জন্যই আগে থেকে একটি নামকে নিশানা করা হচ্ছে—যার অপরাধ একটাই, তিনি কলম ধরেন। তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। তিনি ক্ষমতার কাছাকাছি না গিয়ে সত্যের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন।

'কিছু হয়ে গেলেও কিছু যায় আসে না'—এই মনোভাব থেকেই কি হেনস্তা?

পরিবারের অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশের মধ্যে এমন একটি মনোভাব তৈরি হয়েছে—মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কিছু হয়ে গেলেও তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। আর সেই ধারণাকেই কাজে লাগিয়ে একের পর এক হেনস্তার কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কখনও প্রকাশ্য হুমকি, কখনও অচেনা নম্বর থেকে ফোন, কখনও সামাজিক চাপে কোণঠাসা করার চেষ্টা—চাপ বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন এক তথাকথিত 'প্রভাবশালী' রাজনৈতিক নেতা। পরিবারের দাবি, এই নেতা রাজনৈতিক পরিচয় বদলাতে কখনও দ্বিধা করেন না—বামফ্রন্ট আমলে বাম, পরে তৃণমূল, আর ভবিষ্যতে যে দল ক্ষমতায় আসবে তার পিছনেই ছুটবেন। অভিযোগ, সেই নেতার কথাতেই কান দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন, এমনকি জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের একাংশ।

পৈত্রিক সম্পত্তি দখলের চেষ্টাও 'শান্তির' অংশ?

পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, সত্যের পথে চলার 'শাস্তি' হিসেবেই গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পৈত্রিক সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। কখনও জোর করে জমি দখলের উদ্যোগ, কখনও কাগজে-কলমে ফাঁদ পাতা, কখনও সরাসরি হুমকি—সবই একটি পরিকল্পিত ছকের অংশ বলে দাবি।

ভয়াবহ অভিযোগের তালিকায় রয়েছে—

বাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

বন্দুক দেখিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর আশঙ্কা

পরিবারকে উৎখাত করতে সমাজবিরোধীদের নামানো

রাতের পর রাত আতঙ্কে কাটানো

পরিবারের দাবি, এই সব কিছুর নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক নীরবতা।

২১ বছরের আতঙ্ক—নথিভুক্ত অভিযোগের পাহাড়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার জানাচ্ছে, গত ২১ বছরে একের পর এক ঘটনায় তাঁদের জীবন কার্যত 'জিম্মি'। কখনও পুকুরে বিষ প্রয়োগ, কখনও ফিসারিতে বিষ ঢেলে ক্ষতি করা, কখনও প্রাণনাশের হুমকি—প্রতিটি ঘটনাই লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলে দাবি।

পরিবারের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, এমনকি রাষ্ট্রপতির দফতর পর্যন্ত অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে, ডায়েরি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি বলেই অভিযোগ। উল্টে অত্যাচারের ধরন আরও

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 194

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেমন গাড়ীর মেন্টেনেন্স ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী, ঠিক সেরকম শরীরেরও রক্ষণাবেক্ষণ খুব জরুরী। কিছু ধর্মে শরীরের রক্ষণাবেক্ষণকে, শরীরের মহত্ত্বকে শুরু থেকেই অস্বীকার করা হয়েছে এবং আত্মার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশঃ

মহিলা ভোট অক্ষুণ্ণ রাখতে মমতার! রাজ্য বাজেটে অন্য সমীকরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনীতিতে ভোটের অঙ্ক কষতে গেলে এক সমীকরণ বারবার সামনে আসে - মহিলা ভোট। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন হোক কিংবা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন, তথ্য একটাই গল্প বলে - বাংলার মহিলা ভোটাররা ঢেলে ভোট দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে । সেই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবারের অন্তর্বর্তী বাজেটকে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সব মিলিয়ে বাজেটের ছবিটা অনেকটা পরিষ্কার। প্রশাসনিক ভাষায় একে বলা যেতে পারে সামাজিক সুরক্ষা। রাজনৈতিক ভাষায় কেউ কেউ বলছেন - ভোটের আগে ঘুঁটি সাজানো। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আর বেশি দিন বাকি নেই। কিন্তু অন্তর্বর্তী বাজেট দেখে অনেকেই বলছেন, সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। আর সেই প্রস্তুতির কেন্দ্রে রয়েছেন বাংলার মহিলা ভোটাররা।তাঁদের অনেকেরই মত, এই বাজেট আসলে তৃণমূল সরকারের মহিলা ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার কৌশলগত নকশা।

পরিসংখ্যানেই তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৩ লক্ষের বেশি। তার মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ মহিলা ভোটার। অর্থাৎ রাজ্যের মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। ফলে যে কোনও নির্বাচনে তাঁদের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, অনেক সময় নির্ণায়কও হয়ে ওঠে। আর সেই ভোটের মানচিত্রে চোখ রাখলে দেখা যায় রাজ্য সরকারের একের পর এক প্রকল্পের অভিমুখ বেশ স্পষ্টভাবেই মহিলামুখী।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী - এই নামগুলি এখন আর শুধু প্রকল্প নয়, বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত শব্দ। রাজ্য সরকারের দাবি, এই প্রকল্পগুলি শুধু জনপ্রিয় নয়, কার্যত জীবন বদলে দিয়েছে বহু মহিলার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের ভাতা। এবারের অন্তর্বর্তী বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভোট বছরের ঠিক আগেই এই সব খাতেই বরাদ্দ বেড়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে - এ কি নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, না কি নিখুঁত রাজনৈতিক কৌশল?

মমতার তিন তির

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার । এই প্রকল্পে এবার মাসিক ভাতা আরও ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পান। অন্যদিকে, আশা কর্মীদের (Asha Workers) জন্য মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা বৃদ্ধি, ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের ক্ষেত্রেও মাসিক সম্মানিক ১০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে, একইভাবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংখ্যার হিসেব বলছে, রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩২১ জন, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কের সংখ্যা ৯৫ হাজার ২৪১ জন। আর আশা কর্মী প্রায় ৭২ হাজার। এই বিপুল সংখ্যক কর্মী ও তাঁদের পরিবার মিলিয়ে একটি বড় সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি হয়, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করার জায়গা নেই।

পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে আশা কর্মীরা মাসে ভাতা পান ৯,০০০ টাকা করে। আগে পেতেন ৮,২৫০ টাকা, ২০২৪ সালে সেটা বাড়িয়ে করা হয় ৯,০০০ টাকা। আজকের বাজেট ঘোষণার পর সেটা বেড়ে হল ১০, ০০০ টাকা। যদিও আশা কর্মীরা তাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় এই ভাতা মাসিক ১৫,০০০ টাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ভাতা ৯,০০০ টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কের মাসিক ভাতার পরিমাণ ৭,২৫০ টাকা। আজকের বাজেট ঘোষণার পর দুটো ক্ষেত্রে মাসিক ভাতা যথাক্রমে বেড়ে হল ১০,০০০ টাকা এবং ৮,২৫০ টাকা। প্রসঙ্গত, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যে ভাতা পান সেটার একটা অংশ দেয় রাজ্য সরকার, আর কিছুটা অংশ দেয় কেন্দ্র। এই দুই মিলিয়েই তাদের মাসিক ভাতা হয়।

তবে রাজ্য বাজেটের এই ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে। তাদের দাবি ছিল ভাতা ২৬,০০০ আর সহায়কের ভাতা ১৮,০০০ করা হোক। সেটা না হওয়াতে এই বৃদ্ধিকে কেউ কেউ ললিপপ বলছেন, আবার কারও মতে কিছুটা তো বেড়েছে, এতেই খুশি হতে হবে।

গোটা বাজেটটাই ঘুরে ফিরে ভাতা ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল, 'আফসোস' নওশাদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য বাজেট থেকে কোনও স্পষ্ট দিশা মিলল না। এই অভিযোগ তুলে ভোট অন অ্যাকাউন্টের তীব্র সমালোচনা করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি । তাঁর বক্তব্য, গোটা বাজেটটাই ঘুরে ফিরে ভাতা ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। ৫০০, ১০০০, ১৫০০ টাকার অঙ্ক ছাড়া কর্মসংস্থান, শিল্প বা স্থায়ী কাজের কোনও রূপরেখা উঠে এল না ।বস্তুত, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে শুরু করে, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ভাতা, সিভিক পুলিশ, পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিও হয়েছে। তবে এবারের বাজেটে সব থেকে বড় ঘোষণা হয়েছে মাধ্যমিক পাশ বেকারদের জন্য। মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন তাঁরা। এ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করছেন, সরকার চাকরি যে দিতে পারবে না, তাই স্পষ্ট করে দিয়েছে এই বাজেটে।নওশাদের দাবি, বাংলায় লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী রয়েছেন। কিন্তু বাজেটে কোথাও বলা হল না, কত হাজার বা কত লক্ষ চাকরি তৈরি হবে, কী ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হবে, শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কী ভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা হবে। তার বদলে আবারও ভাতার কথাই শোনানো হল।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বাজেটকে একমুখী বলে আক্রমণ করেন ভাঙড়ের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

হাইকোর্টের নির্দেশ, তবু নিরাপত্তাহীন সাংবাদিক নীরব পুলিশ, সক্রিয় ষড়যন্ত্র?

'সফিস্টিকেটেড' ও ভয়ঙ্কর হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। পরিবারের দাবি, কোনও ঘটনা ঘটলে জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের ফোন করা হলেও বহু ক্ষেত্রে ফোন ধরা হয় না। সহানুভূতির ন্যূনতম ইঙ্গিতও মেলে না।

পরিবারের বক্তব্য, "যাঁরা আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, তাঁরাই যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে আমরা যাব কোথায়?"

এই প্রসঙ্গেই উঠে আসছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—এক সময় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখালেখি সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলেও দাবি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের। সেই সময় সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর মতো ব্যক্তিত্ব এই ভূমিকার সাক্ষী ছিলেন বলে দাবি। আজ তিনি বেঁচে থাকলে এই পরিস্থিতি নিয়ে কী বলতেন—এই প্রশ্নও ঘুরছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসার পুরনো ক্ষত

ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নতুন নয়। পরিবারের দাবি, ২০১৬ সালে ভোট গণনার পর মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর গুলি চালানো হয়। তাঁর ফিসারি লুটপাট ও দখল করা হয়। ২০০৭ সাল থেকেই তিনি একের পর এক আক্রমণের মুখে পড়ছেন।

সেই সময় লোকায়ত আইনে মামলা হয়েছিল। সিআইডি তদন্তের পর বাম আমলে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। অথচ বর্তমানে একের পর এক প্রাণনাশের চক্রান্তের অভিযোগ উঠলেও তাঁর বা পরিবারের জন্য কোনও স্থায়ী নিরাপত্তা নেই।

হাইকোর্টের নির্দেশ, তবু নিরাপত্তা নেই?

পরিবারের আরও অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আজও দেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, প্রশাসনকে কার্যত 'টার্গেট' ঠিক করে দিয়েছেন সেই প্রভাবশালী নেতা—যিনি বাম আমলেও মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখির জেরেই আজ এই পরিস্থিতি।

নিরপেক্ষ হলেই কি অপরাধ?

এই ঘটনাকে ঘিরে সাংবাদিক মহলেও উঠছে তীব্র প্রশ্ন। শাসকদলের অনুগত সংবাদপত্র হলে কি নিরাপত্তা মিলত? বিরোধী শিবিরের ঘনিষ্ঠ হলে কি কেন্দ্রের সহানুভূতি আসত? নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ সম্পাদক হওয়াটাই কি আজ সবচেয়ে বড় অপরাধ?

অভিযোগ, কোনও রাজনৈতিক ছাতার তলায় না থাকায় বিচার পাচ্ছেন না মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার

অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও আজও তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। কারও কাছে মাথা নত না করার সিদ্ধান্তে অনড়। পরিবার জানাচ্ছে, সত্যের জন্য লড়াইয়ে তিনি পিছপা নন—প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত।

তবে পরিবারের স্পষ্ট বার্তা—যদি তাঁর বা পরিবারের উপর কোনও অঘটন ঘটে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে বাংলার প্রশাসন, পুলিশ এবং সরকারের একাংশকেই নিতে হবে।

শেষ প্রশ্ন

সত্যের কলম কি তবে আজ একা? নাকি ক্ষমতার রাজনীতির ভিড়ে সেই কলমকেই চুপ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে? উত্তর খুঁজছে বাংলা।

(২ পাতার পর)

গোটা বাজেটটাই ঘুরে ফিরে ভাতা ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল, 'আফসোস' নওশাদের

বিধায়ক । তাঁর বক্তব্য, গোটা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কার্যত 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রাম, মফস্বল থেকে শুরু করে শহরের সাধারণ মানুষ কী ভাবে সার্বিক ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন, সেই বিষয়ে বাজেটে কোনও স্পষ্ট দিশা নেই।

পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রসঙ্গও তোলেন নওশাদ। নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাজেটে কার্যত দেখা গেল মাত্র ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি। তাঁর অভিযোগ, কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা মেটানোর কোনও সদিচ্ছা বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি।

বেকার যুবকদের জন্য ১৫০০ টাকা ভাতা ঘোষণাকে নিছক ভোটের চমক বলেও কটাক্ষ করেন আইএসএফ বিধায়ক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ভাতা নয়, কাজের ব্যবস্থা হলে তবেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নওশাদের কথায়, 'এই ভাতার বদলে যদি কর্মসংস্থানের ঘোষণা করা হত, কাজের সুযোগ তৈরি হত, তা হলে আমি নিজে বিরোধী আসনে বসে টেবিল চাপড়াতাম।'

বেলডাঙার ঘটনায় এখনও কেস ডায়েরি হাতে পেল না এনআইএ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ৯জনকে হাজির করা সম্ভব হল না। আজ বৃহস্পতিবার কলকাতা বিচারভবনে বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার মামলার শুনানি ছিল। সেখানে ধৃত ৯জনকে হাজির করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। এজন্য রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। জানা গিয়েছে, এখনও কেস ডায়েরি হাতে পাননি তদন্তকারীরা।ইতিমধ্যে যদিও হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। খুব শীঘ্রই এই মামলার শুনানি রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে 'অসহযোগিতা'র অভিযোগ এনআইএয়ের! জানা গিয়েছে, এদিন কলকাতায় মামলার শুনানি এনআইএ অভিযোগ করে জানায়, বহরমপুর জেলকে অভিযুক্তদের কড়া নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতা আদালতে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল। জেল প্রশাসন রাজ্য পুলিশের কাছে স্কট চেয়েছিল। যদিও মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার গাড়ি স্কটের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে জেল সুপার আদালতে জানিয়েছেন। এরপরেই বিচারক আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্তদের হাজির করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তদন্তকারী অফিসারকে সশরীরে হাজির হয়ে আদালতে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারকেও এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, ঝাড়খণ্ডে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভায় মমতার নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধুনলেন মোদী

রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিও নিজেদের দেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ এখানে আদালতের উপর অযথা চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে এই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করা যায়।ভাষণে মোদী বলেন, কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল, ডিএমকে কিংবা বাম— এরা সবাই দীর্ঘদিন কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকেছে এবং রাজ্যেও সরকার চালানোর সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এরা শুধু নিজেদের পকেট ভরাতেই ব্যস্ত ছিল, সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না।এই অনুপ্রবেশকারীরা দেশের যুবসমাজের অধিকার ও রুজি-রোজগার কেড়ে নিচ্ছে এবং আদিবাসীদের ন্যায্য জমি দখল করে নিচ্ছে। অথচ এমন লোকেরাই এসে আমাদের নীতিকথা শোনাচ্ছে— তৃণমূল সুপ্রিমো ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে নিশানা করে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সংসদে বিভিন্ন সদস্যের বক্তব্য তিনি শুনছিলেন এবং তাঁর মনে হয়েছে আলোচনার মান আরও অনেক ভালো হতে পারত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা সংসদে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথচ তাঁদের রাজ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ। তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিচ্ছে, যখন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিও নিজেদের দেশ থেকে এদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, যুবসমাজ কীভাবে তাদের ক্ষমা করবে, যখন তারা অনুপ্রবেশকারীদের দেশের মানুষের চাকরি কেড়ে নিতে দিচ্ছে।

মোদীর অভিযোগ, এই অনুপ্রবেশকারী বা 'ঘুসপেটিয়া'রা আদিবাসীদের জমি দখল করছে, যার ফলে হিংসা বাড়ছে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদির তাঁর প্রতীক্ষিত ভাষণ দেন রাজ্যসভায়। বিরোধীদের স্লোগান ও ওয়াকআউটের মধ্যেই তিনি বলতে থাকেন। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকালকে নিশানা করার পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার' অভিযোগ তোলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এনডিএ সরকার গত এক দশকে মূলত অতীতের ভুলগুলো সংশোধনের কাজই করেছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নয় পর্ব)

ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গোরুদের আহারের জন্য ঘাস কাটতেন, ধানখেতে ক্ষেতমজুরদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। সারদাদেবীর প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন তাঁর কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া করা শেখেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৬ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা পে চর্চার নবম পর্ব

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরীক্ষা পে চর্চার মতো এক অনন্য কথোপকথন কর্মসূচির নবম পর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পুনরায় যোগ দিচ্ছেন ৬ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা জীবনের অঙ্গ, এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মনোবল বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠানে যোগদান। পরীক্ষার সময় সম্পূর্ণ ভারমুক্ত থাকতে এবং পরীক্ষাকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে উৎসব হিসেবে উদযাপন করতে পারে, তার জন্যে কি করা দরকার আগামীকাল সকাল ১০টায় এই আলোচনায় সেকথাই তাদের শোনাবেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ইউটিউব চ্যানেল, দূরদর্শন (ডিডি), শিক্ষা মন্ত্রকের সমাজ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম সেইসঙ্গে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেমন- ওয়েভস ওটিটি, আমাজন প্রাইম ভিডিও, জিও, জি৫, সোনি লাইভ এবং স্পটিফাই অডিও প্ল্যাটফর্মে।

২০২০-র এনইপি-র সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে পরীক্ষা

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার মুখ তিনটি এবং হাত আটটি। ইনি ললিতাসনে পদ্মোপরি বসিয়া থাকেন। ইঁহার মূল মুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ মুখ কপিলবর্ণ এবং বামমুখ রক্তবর্ণ। দক্ষিণ করচতুষ্টয়ে অভয়মুদ্রা, বজ্র, বজ্রশৃঙ্খলা ও শর ধারণ করেন, বাম করচতুষ্টয়ে দেবী রক্তপূর্ণ কপাল, তর্জনী, পাশ ও ধনু ধারণ করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংসদে প্রশ্ন: সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে থার্ড লঞ্চ প্যাড (টিএলপি)

নতুন দিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

২০২৫-এর ২১ মার্চ আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার পর ২০২৫-এর তৃতীয় চতুর্মাসিকে স্থানটির ভূ-সংস্থানগত সমীক্ষা এবং ভূ-প্রযুক্তি অনুসন্ধান সম্পন্ন হয়। সমস্ত পদ্ধতি খতিয়ে দেখা হয় এবং টেন্ডার তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এপর্যন্ত ২টি টেন্ডার ছাড়া হয়েছে। বর্তমানে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ এবং সাময়িক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ চলছে। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি, যেমন প্রপেল্যান্ট স্টোরেজ ও সার্ভিসিং ব্যবস্থা, মোবাইল লঞ্চ পেডেস্টাল স্থাপন, বজ্র নিরোধী টাওয়ার তৈরি, ভেহিকল ইন্টিগ্রেশন ভবন পর্যন্ত রেল লাইন এবং জেট ডিফ্লেকশন ডাক্ট। পরিকল্পিত পিডিসি হল ২০২৯-এর মার্চ।

তৃতীয় লঞ্চ প্যাডটি রূপায়ণ সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বেসরকারি শিল্প এবং এমএসএমইগুলি অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেক ইন ইন্ডিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান সহ দফতর অনুসৃত চলতি ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেন্ডারগুলি ছাড়ার এবং রূপায়ণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

আজ রাজ্য সভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ ও অবসরভাতা এবং প্রধান মন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী ড: জিতেন্দ্র সিং।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের অবহিত করলো নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভারতের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, আসাম এবং কেরালা এই ৫টি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নির্দেশনামূলক বৈঠকের আজ আয়োজন করে। সাধারণ, পুলিশ এবং ব্যয় পর্যবেক্ষকরা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবেন।

আজ এবং আগামীকাল নতুন দিল্লির আইআইআইডিইএম-এ তিনটি ব্যাচে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৭১৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ২৩৩ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৪৯৭ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক হিসেবে মোট ১ হাজার ৪৪৪ জন আধিকারিককে বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক জোশী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের নানা বিষয়ে অবহিত করেন। বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার বলেন, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা ইসিআই-এর আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবেন। তাঁদের কাজ হবে সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ৮২৪টি বিধানসভা এলাকায় সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চার করা। পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনার ডঃ এস এস সান্ধু বলেন নির্বাচনী ক্ষেত্রে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধু এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে হবে। তাঁরা পৌঁছনো মাত্র যাতে তার সার্বিক প্রচার হয় এবং সর্বত্র তাঁদের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে হবে। ভোটদাতাদের যাবতীয় অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখা না দেয়। নির্বাচন কমিশনার ডঃ বিবেক জোশী পর্যবেক্ষকদের বলেন, ইসিআই-এর যাবতীয় নির্দেশাবলী যাতে যথাযথ বাস্তবায়ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেইসঙ্গে পক্ষপাতহীন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তুলে ধরতে হবে। তিনি আরও বলেন, সঠিক সময়ে ভোটদাতাদের কাছে যাতে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভোটের দিন কোনও অসুবিধা না হয়।

এরপর নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের যাবতীয় সন্দেহ নিরসনে আলোচনা করেন। নানা তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক আবেদন মঞ্চ এবং গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁদের অবহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনী আইন, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে যাতে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকেন সে ব্যাপারেও বলা হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল, ভোটাররা যাতে তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় অভিযোগ জানাতে পারেন সে সুযোগ দিতে হবে সেইসঙ্গে দ্রুত তা নিরসনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-র ২০বি বিভাগের অধীন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটে সাহায্য করতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের অধিকার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তা তাঁদেরকে নিশ্চিত করতে হবে।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

জিএমআইটি, বারুইপুরে ট্রাই-এর গ্রাহক সচেতনতা কর্মসূচি

কলকাতা, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা ট্রাই আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে গার্গী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা জিএমআইটি-তে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মশিবিরে টেলিকম পরিষেবার গুণমান এবং গ্রাহক সুরক্ষার মত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ, সকল টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। জিএমআইটি-এর রেজিস্ট্রার ডক্টর নিবেদিতা মুখোপাধ্যায় বণিক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর সাইবার বিশেষজ্ঞ শ্রী শুভেন্দু চক্রবর্তী বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে ট্রাই-এর কলকাতার আঞ্চলিক দফতরের যুগ্ম উপদেষ্টা শ্রী অসীম দত্ত ভারতে টেলিকম পরিষেবা পরিচালনায় প্রযোজ্য আইনগত কাঠামো ব্যাখ্যা করেন এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় ট্রাই-এর ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস, অননুমোদিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ট্যারিফ ও ডেটা পরিষেবা সংক্রান্ত ক্রেতাকেন্দ্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়। পাশাপাশি, গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের জন্য ট্রাই-এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও পোর্টাল ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধ এবং টেলিকম দফতরের সঞ্চার সাথী পোর্টাল সম্পর্কেও উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এই পর্বে চক্ষু, সিইআইআর এবং ট্যাফকপ-এর মতো বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন ট্রাই এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

এনটিপিসি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিচ্ছে

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসেবে এনটিপিসি ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল-

এনটিপিসি যৌথ উদ্যোগ হিসেবে অণুশক্তি বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (এএসএইচভিআইএনআই) এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া রাজস্থানের বাঁশওয়ারা জেলায় ৪x ৭০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে। একে বলা হচ্ছে মাহি বাঁশওয়ারা রাজস্থান অ্যাটোমিক পাওয়ার প্রজেক্ট।

এনটিপিসি লিমিটেড একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব পরমাণু সাবসিডিয়ারি গড়ে তুলেছে যার নাম হল, এনটিপিসি পরমাণু উর্জা নিগম লিমিটেড প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর কোম্পানি আইনের অধীন ০৭.০১.২০২৫-এ তা অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লিখিত ৩০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুত ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সরকারি লক্ষ্য পূরণের অঙ্গ হিসেবে হাতে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সহযোগিতা স্বার্থে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এনটিপিসি লিমিটেড তার যৌথ উদ্যোগ, অশ্বিনীর মাধ্যমে রাজস্থানের বাঁশওয়ারা জেলায় ৪X ৭০০ মেগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া চালুর প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। ২০৩২-৩৩ অর্থবছরের মধ্যেই এক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে প্রথম ৭০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন পরীক্ষা শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লোকসভায় আজ এক লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী শ্রী শ্রীপদ নায়েক।

(৩ পাতার পর)

বেলডাঙার ঘটনায় এখনও কেস ডায়েরি হাতে পেল না এনআইএ!

বেলডাঙার এক সংখ্যালঘু যুবকের মৃত্যুতে ১৬ জানুয়ারি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। উত্তেজিত জনতা পথ ও ট্রেন অবরোধ শুরু করে। ভাঙচুরও চলে। ১৭ তারিখও উত্তপ্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। জাতীয় সড়ক অবরোধ, ট্রেন অবরোধ, ভাঙচুর থেকে সাংবাদিকদের মারধর, দিনভর উত্তপ্ত ছিল এই এলাকা। অবশেষে অ্যাকশন শুরু করে পুলিশ। সোশাল মিডিয়া ও CCTV ফুটেজের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত নিয়েছে এনআইএ। শুধু তাই নয়, সরজমিনে ময়দানে নেমে ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

৬ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা পে চর্চার নবম পর্ব

পে চর্চার এই ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আস্থাবোধ সঞ্চার করা, তাদের মধ্যে সদর্থক মানসিকতা গড়ে তোলা, তাদের সার্বিক কল্যাণ এবং পরীক্ষার সময়কালকে উৎসব হিসেবে উদযাপন করার পথ দেখায়। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয় সংক্রান্ত তাঁর মতামত "এক্সাম ওয়ারিয়ার্স" নামে তাঁর একটি বইয়ে নথিভুক্ত করেছেন। বিভিন্ন ভাষায়, এমনকি ব্রেইল-এও এই বই পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর পথপ্রদর্শিত পরীক্ষা পে চর্চা প্রতি বছর একটি অত্যন্ত উদ্ভাবনী এবং প্রগতিশীল ক্ষেত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। পরীক্ষা পে চর্চা অর্থাৎ পিপিসি ২০২৬-ই প্রথম দেশের সমস্ত প্রান্তকে যুক্ত করবে। এজন্য দেশজুড়ে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।পরাক্রম দিবসে স্বনির্ভরতার মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং লেখা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে । প্রায় ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এতে যোগ দিয়েছিল।

এ বছরের নবম পর্বের পরীক্ষা পে চর্চা অতীতের বছরগুলির লক্ষ্যসীমাকে ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার কারণ মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চাওয়া ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সংখ্যা সাড়ে ৪ কোটি ছাপিয়ে গেছে। দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে এই উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সিনেমার খবর

প্রথমবারের মতো অ্যাকশন ছবিতে জুটি বাঁধছেন অজয়-সঞ্জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জমজমাট অ্যাকশন থ্রিলার নিয়ে আসছেন বলিউড নির্মাতা লাভ রঞ্জন। যেখানে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে অজয় দেবগন, সঞ্জয় দত্ত এবং তামান্না ভাটিয়াকে। চূড়ান্ত না হলেও আপাতত ছবিটির শিরোনাম রাখা হয়েছে 'রেঞ্জার'।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে লাভ রঞ্জন বলেন, 'রেঞ্জার' এখন শুধুই একটি টেন্টেটিভ টাইটেল। এ ছবির জন্য উপযুক্ত একটি নাম খুঁজেছি আমরা। ছবির মুক্তি তো এখনো প্রায় ১১ মাস বাকি, তাই আশা করছি তার মধ্যেই এই নাম নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব আমরা। একইসঙ্গে ছবির মুক্তির সময় নিয়েও স্পষ্ট করেছেন তিনি। পরিচালক নিশ্চিত করেছেন, চলতি বছরের ৪ ডিসেম্বর মুক্তির লক্ষ্যেই এগোচ্ছে ছবিটি।

এই ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রথমবারের মতো অ্যাকশন ছবিতে জুটি বাঁধছেন অজয় ও সঞ্জয়। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে তারা একাধিক ছবিতে একসঙ্গে কাজ করলেও আশ্চর্যজনকভাবে কখনো অ্যাকশন ঘরানায় তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন লাভ রঞ্জন। তার কথায়, ২৫ বছরেরও বেশি সময়ে অজয় স্যার আর সঞ্জু স্যার অনেক ছবি একসঙ্গে করেছেন, কিন্তু কোনো অ্যাকশন ফিল্ম নয়। এটা সত্যিই অবাক করার মতো। এবার প্রথমবার তাদের অ্যাকশন ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে, এটাই এই ছবির অন্যতম রোমাঞ্চকর দিক।

এর আগে, এই দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে 'মেহবুবা', 'হাম কিসিসে কম নেহি', 'অল দ্য বেস্ট', 'রাস্কাল্স' ও 'সন অব সর্দার'-এর মতো ছবিতে। পাশাপাশি সালমন খানের 'রেডি' ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন সঞ্জয়-অজয় এবং অজয়ের 'রাজু চাচা' ছবিতেও একঝলকের জন্য দেখা গিয়েছিল সঞ্জয় দত্তকে। যদিও দুজনেই আলাদাভাবে 'এলওসি কার্গিল', 'ট্যাঙ্গো চার্লি' এবং 'ভুজ: দ্য প্রাইড অব ইন্ডিয়া'-র মতো অ্যাকশন ছবিতে অভিনয় করেছেন, তবে কোনো ছবিতেই তাদের অ্যাকশন দৃশ্যে একসঙ্গে দেখা যায়নি।

বিরূপ মন্তব্য, ওরিকে আনফলো করলেন সারা আলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক সময়ে ছিলেন স্কুলের বন্ধু। সিনেদুনিয়ার ঝলমলে আলোতেও ভাটা পড়েনি তাদের সম্পর্কের। বলিউডের যে কোনো হাইপ্রোফাইল পার্টি, অনুষ্ঠানে দেখা হলেই একে-অপরকে কাছে টেনে ফিল্মি স্টাইলে কুশল বিনিময় করতে দেখা যেত সারা আলি খান এবং ওরিকে। কিন্তু রাতারাতি কী এমন ঘটল, যার জন্যে বেস্ট ফ্রেন্ডের সমীকরণ বদলে সাপে-নেউলে সম্পর্ক হলো দুই তারকার? সারা-ওরির ভার্চুয়াল বাকবিতণ্ডা নিয়ে নেটদুনিয়ের চলছে বেশ আলোচনা-সমালোচনার ঝড়।

শুরুটা অবশ্য ওরহান আত্রামানি ওরফে ওরির পক্ষ থেকে হয়েছে। বলিউডের এই সেলেব ইনফ্লুয়েন্সার আচমকাই সারা আলি খানকে ধারাবাহিকভাবে কটাক্ষ করা শুরু করেন। সম্প্রতি এক ভিডিওতে ওরিকে বলতে শোনা যায়, সারা, অমৃতা, পলক- এই তিনটে নাম অত্যন্ত খারাপ।

একথা কারও অজানা নয় যে, সারা আলি খানের মা তথা সইফের প্রথম পক্ষের স্ত্রীয়ের নাম অমৃতা সিং। অন্যদিকে বলিপাড়ায় কান পাতলেই বছর দেড়েক ধরে সারার ভাই ইব্রাহিম আলি খানের সঙ্গে পলক তিওয়ারির প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। আর ওরির এই মন্তব্যের পরই কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না দিয়ে সারা-ইব্রাহিম দুজনেই ওরিকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করে দেন। তবে আলোচনা এখানেই বন্ধ হয়নি। বরং ওরি আরও একধাপ এগিয়ে নবাবকন্যার কেরিয়ারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেন। সেটাও ভীষণ ন্যাক্কারজনকভাবে।

আরেক ভিডিওতে ওরিকে দেখা যায় কালো নেটের গেঞ্জিতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে ভিতরে থাকা সাদা ব্রা এবং তার স্ট্র্যাপ। সেলেব ইনফ্লুয়েন্সারের এহেন উদ্ভট সাজপোশাক দেখে একজন প্রশ্ন করেন, ওই অন্তর্বাসে ঠিক কী ধরে রেখেছেন আপনি? আর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অযাচিতভাবে সারা আলি খানের নাম উল্লেখ করেন ওরি। তিনি বলেন, আমার এই অন্তর্বাসে সারার কেরিয়ারের হিট ছবিগুলো ধরে রেখেছি। এরপর আর দুয়ে দুয়ে চার করতে বাকি থাকে না যে, ইচ্ছে করেই নবাবকন্যার সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে বিবাদে জড়িয়েছেন ওরি! এই অযাচিত আক্রমণের জেরে নেটদুনিয়ায় সমালোচিত হচ্ছে তাকে। যদিও সারা এ প্রসঙ্গে সরাসরি কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেননি, তবে আকার ইঙ্গিতে বিক্রম সরকারের নাম চলে গানটি শেয়ার করে লিরিকসের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, সুবোধ বালকরা বিবাদে জড়ায় না! যে পোস্ট নিয়ে বলিপাড়ার অন্দর মহলে চলছে গুঞ্জন। সবমিলিয়ে সারা-ওরির এই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক এখন টক অফ দ্য টাউন।

শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনের সম্প্রতি একাধিক ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভক্তরা। কেননা ছবিগুলোয় অভিনেতাকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখা যায়। সম্প্রতি বলিউড পরিচালক গোল্ডি বেহলের জন্মদিনের পার্টিতে অংশ নেন এই 'কৃষ' তারকা যেখানে তাকে ক্রাচের সাহায্যে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে মুম্বাইয়ে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তোলা অভিনেতার একাধিক ছবি চিত্রসাংবাদিক যোগেন শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। ছবিগুলো পোস্ট করার পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরই ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে এ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ছবিতে দেখা যায়, ক্যাজুয়াল পোশাকে বেশ লো-প্রোফাইলে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করছেন হৃতিক। খুব সাবধানতা বজায় রেখে হাঁটছেন।

এবার নিজের শারীরিক জটিলতা নিয়ে এ অভিনেতা নিজেই মুখ খুললেন। সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে রসিকতায় ভরা এক পোস্টে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে হৃতিক লেখেন, 'সারাদিন বেশ বিরক্ত ছিলাম। কারণ, আমার বাম হাঁটু হঠাৎ করেই ঠিক করল দুদিনের জন্য কাজ বন্ধ রাখবে। এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। আমার শরীরের প্রতিটি অংশের যেন আলাদা আলাদা অন/অফ বাটন আছে। বাম পা, বাম কাঁধ, ডান গোড়ালি-যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পুরোপুরি মুডের ওপর নির্ভর করে।'

এমন পরিস্থিতিতে তার সহকারী দল যেভাবে তাকে সহযোগিতা করেছে, সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। সামনে এই অভিনেতা জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি 'কৃষ'-এর চতুর্থ কিস্তি নিয়ে বড় পর্দায় হাজির হবেন। এ ছবির মাধ্যমে বাবা রাকেশ রোশনের মতো পরিচালনাতেও নাম লেখাতে চলেছেন তিনি।

ডি মারিয়ার চোখে পেশাদারিত্বে রোনালদোর ধারে কাছে কেউ নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ফুটবল ইতিহাসের দুই মহাতারকাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন আনহেল ডি মারিয়া। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন মেসির সতীর্থ ছিলেন তিনি, আর ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদে খেলেছেন রোনালদোর সঙ্গে। তাই দুজনের তুলনায় তার মন্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

সেরা কে এই প্রশ্নে সরাসরি কোনো নাম না বললেও, স্বদেশি মেসির দিকেই খানিকটা ঝুঁকেছেন ডি মারিয়া। তবে পেশাদারিত্বের বিচারে রোনালদোর ধারেকাছে কেউ নেই বলে স্পষ্ট করেছেন আর্জেন্টাইন উইঙ্গার।

স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক 'এএস'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার ও ফুটবলের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন ডি মারিয়া। সেখানেই উঠে আসে মেসি ও রোনালদোকে নিয়ে তার মূল্যায়ন।

২০১০ সালে বেনফিকা ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন ডি মারিয়া। সেখানে চার মৌসুম রোনালদোর সঙ্গে একসঙ্গে খেলেছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ডি মারিয়া বলেন, 'পেশাদারিত্বের বিচারে ক্রিস সবার ওপরে। তার পরিশ্রম, নিজের মান ধরে রাখার চেষ্টা এবং মেসির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেরা থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

তিনি আরও বলেন,'ক্রিস কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক। আর মেসি হলো সেই খেলোয়াড়, যার ভেতরে ইশ্বরদত্ত প্রতিভা রয়েছে। ড্রেসিংরুমে তাকে দেখে বোঝা যায়, সেরাদের সেরা হওয়ার জন্য তার আলাদা এক উপহার আছে।'

মেসি ও রোনালদো দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ক্লাব ফুটবল শাসন করেছেন। মেসি জিতেছেন আটটি ব্যালন দ'অর, আর রোনালদো পেয়েছেন পাঁচবার। বয়স বাড়লেও দুজনই এখনও মাঠে সক্রিয় এবং সামনে আসন্ন বিশ্বকাপ ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্চম বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় ডসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চারটি বিশ্বকাপেই দলের সঙ্গে ছিলেন লিয়াম ডসন, কিন্তু একটিও ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। এখন ৩৬ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের এই স্পিনিং অলরাউন্ডার আশা করছেন, পঞ্চম বিশ্বকাপে মাঠে নামার সুযোগ পেলে তিনি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের আসল স্বাদ পেতে পারবেন।

২০১৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলে ছিলেন ডসন। ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক সাফল্যের দলে ছিলেন তিনি। কিন্তু ওই সব বিশ্বকাপেই ম্যাচ খেলতে পারেননি। ২০২১ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মূল স্কোয়াডে না থাকলেও সফরসঙ্গী রিজার্ভ হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন। এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৫ সদস্যের মূল স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন তিনি।

বর্তমানে ইংল্যান্ড দল শ্রীলঙ্কা সফরে আছে। ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ডসনের বোলিং পারফরম্যান্স ছিল বেশ শক্তিশালী। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজেও অংশ নেবেন তিনি। তবে তার প্রধান লক্ষ্য বিশ্বকাপেই।

ডসন বলেন, 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। অনেক সময়ই প্রত্যাশা করা যায় না। আমার বয়স এখন ৩৫ (প্রায় ৩৬), তাই দলে থাকা নিজেই অসাধারণ। অবশ্যই বিশ্বকাপ হবে দারুণ সুযোগ, যদি আমাকে মাঠে নামানোর জন্য নির্বাচিত করা হয়।'

ইংল্যান্ডের হয়ে ডসন এখন পর্যন্ত খেলেছেন চারটি টেস্ট, আটটি ওয়ানডে ও ২১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্স করে প্রায় তিন বছর পর গত জুনে জাতীয় দলে ফিরেন তিনি।

বিশ্বকাপ দেখতে সমর্থকদের যুক্তরাষ্ট্রে যেতে নিষেধ করলেন ফিফার সাবেক সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ২০২৬ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে বহুকটের আলোচনা আরও জোরালো হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন ও ভ্রমণ নীতির প্রতিবাদে এবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপ উপভোগ না করার আহ্বান জানিয়েছেন ফিফার সাবেক সভাপতি সেপ ব্লাটার।

২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। যদিও তিন দেশই যৌথ আয়োজক, তবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ ও ভেন্যু রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এমন প্রেক্ষাপটে দেশটির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ইউরোপের ফুটবল সংশ্লিষ্টরা।

সুইজারল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম দার বান্ডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুর্নীতিবিরোধী আইনজীবী ও সুইস অ্যাটর্নি মার্ক পিয়েথ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন, অভিবাসন সংস্থার কঠোর আচরণ এবং ভ্রমণ ঝুঁকি সমর্থকদের সেখানে যাওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করছে। তার মতে, সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্প হলো টেলিভিশনে বিশ্বকাপ উপভোগ করা।

পিয়েথের এই মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে সেপ ব্লাটার লেখেন, 'সমর্থকদের জন্য একটাই পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে থাকুন। মার্ক পিয়েথের বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যথেষ্ট যৌক্তিক।'

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভিসা ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা কয়েকটি দেশও জটিলতায় পড়েছে। এর মধ্যে সেনেগাল, আইভরিকোস্ট, ইরান ও হাইতির ওপর বিভিন্ন সময়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা ভিসা পেলেও, সমর্থকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে জার্মান সকার ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ওকে গোটলিচও বিশ্বকাপ বয়কটের বিষয়টি বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার তিন দেশে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR